ইত্তেফাক

তারিখ ২৮/৩/৮১
কলাম

431

ইসলামী কারিগরি ও গবেষণা কেন্দ্রের ভিত্তি স্থাপন

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান গতকাল (শুক্রবার) জয়দেবপুরে প্রস্তাবিত ইসলামী কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ফিলিস্তিনী মুক্তি সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব ইয়াসির আরাফাত এবং ইসলামী সম্মেলন সংস্থার সেক্রেটারী জেনারেল ডঃ হাবিব শাত্তিও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রফেসর শামসুল হক, জনশক্তি উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী জনাব আতাউদ্দিন খান ও সৌদী রাষ্ট্রদূত শেখ ফুয়াদ আবদুল হামিদ আল খতিব। অনুষ্ঠানে মন্ত্রী পরিষদের সদস্যবৃন্দ, সংসদ সদস্য, কেন্দ্রের পরিচালকমণ্ডলী, সদস্য দেশসমূহের প্রতিনিধি, ইসলামী দেশসমূহের কুটনীতিকগণও উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, ইসলামী সম্মেলনের উদ্যোগে এই কেন্দ্রটি স্থাপন করা হইতেছে এবং ১৯৮৩ সনের [illegible] (৮ম পৃঃ ৭-এর কঃ দ্রঃ)

গবেষণা কেন্দ্রের ভিত্তি স্থাপন

(১ম পৃঃ পর)

আগষ্টে ইহা পুরাপুরি চালু হইবে বলিয়া আশা করা হইতেছে। কেন্দ্রে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের উপর জোর দেওয়া হইবে। বিশেষতঃ এসব বিষয়ে প্রশিক্ষণদানই ইহার মূল লক্ষ্য। প্রথম পর্যায়ে ৬৫০ জন এবং কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হইলে ১১৫০ জন প্রশিক্ষণার্থী ইহাতে শিক্ষালাভ করিবেন।

প্রেসিডেন্ট জিয়া এই ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনকে ইসলামী বিশ্বের মধ্যকার পারস্পরিক সহযোগিতার বহিঃপ্রকাশ বলিয়া উল্লেখ করিয়া বলেন, ইসলামী বিশ্বে সমবেতভাবে অফুরন্ত মূলধন, মানবশক্তি ও প্রাকৃতিক সম্পদ রহিয়াছে এবং এই সম্পদকে যথাযথভাবে ব্যবহার করা হইলে অল্প সময়ের মধ্যে আত্মনির্ভরশীল ইসলামী বিশ্ব গড়িয়া তোলা সম্ভব। তিনি কেন্দ্রের স্থাপনে সক্রিয় সহায়তাদানের জন্য ইসলামী সম্মেলন ও সদস্য দেশগুলির প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

জনাব ইয়াসির আরাফাত কেন্দ্রটিকে ইসলামী দেশসমূহের মধ্যকার সংহতির প্রতীক হিসাবে চিহ্নিত করিয়া বলেন, এই কেন্দ্র মুসলিম বিশ্বের বাঞ্ছিত কারিগরি ক্যাডার সৃষ্টিতে সহায়ক হইবে এবং বাংলাদেশে ইহা স্থাপন ইসলামী প্রশ্নে বাংলাদেশের সাহসী ভূমিকারই ফলশ্রুতি। নিজে একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন, একথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, মুসলিম বিশ্ব ও তৃতীয় বিশ্বের জন্য কারিগরির উন্নয়ন যে কত বেশী প্রয়োজন উহা তিনি অনুধাবন করিতে পারেন।

ফিলিস্তিনীদের মুক্তি সংগ্রামের উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, জেরুজালেম ও ফিলিস্তিন সম্পূর্ণভাবে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত না করা পর্যন্ত সংগ্রাম অব্যাহত থাকিবে।

ডঃ হাবিব শাত্তি বলেন, ইসলামী বিশ্ব নিজেদের উন্নয়ন অতীতে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের উপর জোর দেয় নাই। এই ধারণা হইতেই আজ ইসলামী বিশ্ব নিজস্ব কারিগর ও বিশেষজ্ঞ তৈরীর কাজে ব্রতী হইয়াছে এবং ঢাকায় প্রস্তাবিত কেন্দ্র হইতে উহার যাত্রা শুরু হইল।

কেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনকে ইসলামী দেশসমূহের মধ্যকার সহযোগিতার উন্নয়নে স্মরণীয় দিন হিসাবে অভিহিত করিয়া প্রফেসর শামসুল হক বলেন, বাংলাদেশে এই কেন্দ্রের স্থাপন একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। বিশেষ করিয়া জনাব ইয়াসির আরাফাতের উপস্থিতি ইসলামী সংহতির উত্তরোত্তর বৃদ্ধিরই প্রকাশ। উপরন্তু এই কেন্দ্র উন্নয়নশীল ইসলামী জাতিসমূহের মধ্যে পারস্পরিক অর্থনৈতিক সহযোগিতাও আরও বৃদ্ধি করিবে।